যুগান্তর

তারিখ 20 MAR 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধির দাবি ন্যাশনাল এডুকেশন কোয়ালিশনের

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে ন্যাশনাল এডুকেশন কোয়ালিশন। সোমবার সংগঠনটির এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের এক আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানিয়ে বলা হয়, বর্তমানে বাংলাদেশের বাজেটে শিক্ষা খাতে ব্যয় হচ্ছে মাত্র ১২ ভাগ। অথচ সামরিক খাতে ব্যয় হয় ১৫ শতাংশ।

রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী (বাংলাদেশ), মারিয়া খান (ভারত), বার্নি লাভগ্রোভ (অস্ট্রেলিয়া), অ্যালইসিয়াস ম্যাথুস (মালয়েশিয়া), অপদীশ ঠাকুর (ভারত), তুংয়াদণ ডকডণডুলাম (মোঙ্গলিয়া) এবং প্রিসক্রিলা কেয়ার (পাপুয়া নিউগিনি)।

এতে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের বাজেটে শিক্ষা খাতে ব্যয় হচ্ছে মাত্র ১২ ভাগ অথচ সামরিক খাতে ব্যয় হয় ১৫ ভাগ। তিনি বলেন, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের শিক্ষা খাতে দাতা সংস্থাগুলোর অনুদান নিয়ে এ সম্মেলনে আলোচনা হবে। শুধু দাতা সংস্থাগুলোর কথায় নয়, অঞ্চল অনুযায়ী দেশগুলোর প্রয়োজনীয়তাও বিবেচনা করতে হবে। কারণ এক একটি দেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থায় পার্থক্য রয়েছে। সে অনুযায়ী দাতাদের বিনিয়োগ করতে হবে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে।

৩ দিনের এ সম্মেলনে ১৯টি দেশের ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন। যারা বিভিন্ন দেশের টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন বা ফেডারেশনের প্রতিনিধি। প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশের শিক্ষার অবস্থা তুলে ধরবেন। রাশেদা চৌধুরী বলেন, রাষ্ট্রের জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষা। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোতে সবার জন্য অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে দারিদ্র্য, ক্ষুধার মতো অন্যান্য সমস্যাও মিটবে। তা না হলে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন হবে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি বার্নি লাভগ্রোভ বলেন, শিক্ষাকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার উপায় নেই। এটি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি। তাই জনগণের এ মৌলিক অধিকার বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি অ্যালইসিয়াস ম্যাথুস বলেন, আমাদের গুণগত শিক্ষায় আরও বিনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকদের মান বৃদ্ধি করতে না পারলে তা সম্ভব হবে না। আর এজন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং জীবনমানের বৃদ্ধি করতে হবে।